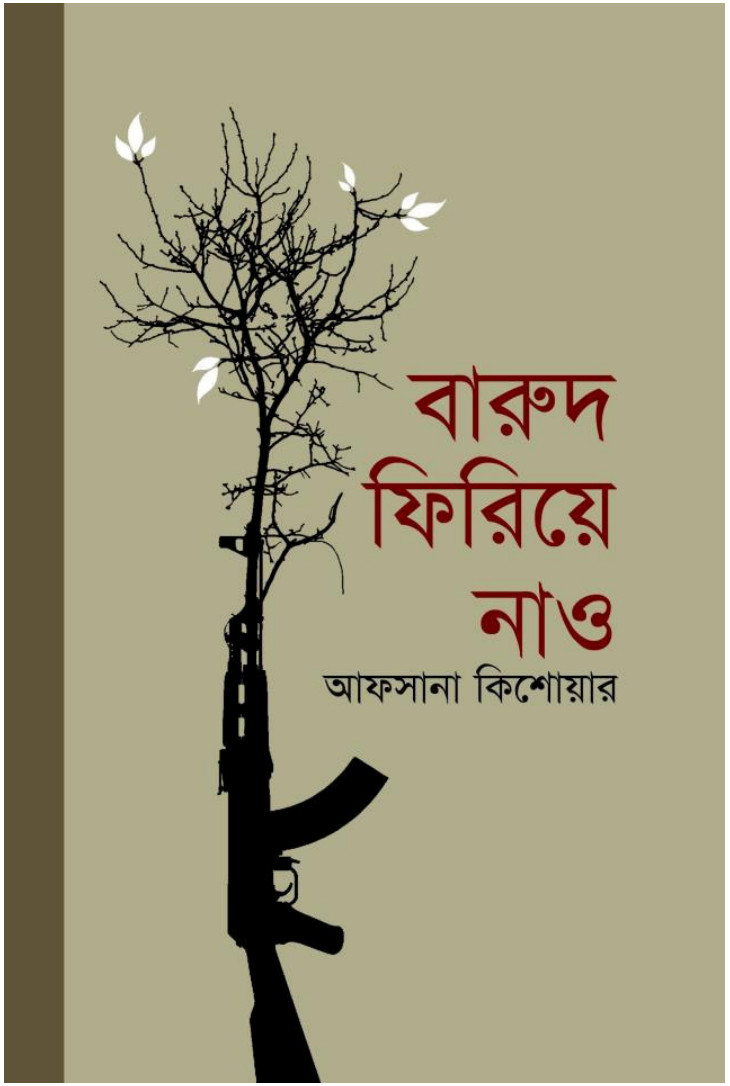

বারুদ ফিরিয়ে নাও

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

আমার ‘মা’, রোকেয়া সুলতানা কোহিনূর

সূচি

১. ভাসমান 'উত্তম নারী'
২. খাপখোলা উল্লাস
৩. এপিটাফ লিখিত হবে
৪. উপদ্রুত মানুষ স্বার্থপরতার
৫. স্বাধীনতা মেখে নাও
৬. মধ্যমের গড়ন
৭. প্রতিশব্দ, চেনা ভালোবাসার
৮. ক্ষমা যদি চাইতে হয়, তবে তোমার কাছে, আমি অপারগ ক্রমাগত ক্লান্তির মাঝে
৯. এ যুগের পথিকদের , খুন, এসিড এর বিপরীতে ধূলোমাখা প্রেম
১০. শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি জেগে রয়...
১১. বাঁচার সন্ধি
১২. যে জীবন চাপ আর ছোট হয়ে যাওয়ার সমন্বয়ে বহমান
১৩. আমার নখে জীবনের রং
১৪. শলাকায় শলাকায় বিদ্যুৎ
১৫. প্রিয় নারী, শুভ জন্মদিন
১৬. স্মারক রচে যাই, জীবন মানে সমঝোতা ই
১৭. রাস্তা অজানা
১৮. দু'টি মানুষ
১৯. ডাবল রুফ না কি ভুলে যাবার উসিলা?
২০. অধরের স্বাদ ভুলে গেছি
২১. দায়হীন বন্ধুতা
২২. কেউ কারো নই
২৩. ছিন্ন পদ্য
২৪. দূরে ঠেলে কড়ির গন্ধ
২৫. হুলোর ছোঁকছোঁক
২৬. বিরল মৌতাতে সাহসী ভোরের একজন
২৭. উত্তরাধিকারের খোঁজে
২৮. ছন্দ ভাঙ্গার গান
২৯. সম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ
৩০. বিষণ্ন আকাশ মেলা
৩১. গোল্লায় যাক সমাজ ভাবনা
৩২. বিশুদ্ধ জীবন
৩৩. বারুদ ফিরিয়ে নাও

বারুদ ফিরিয়ে নাও

ভীড় ভাট্টার ঢাকায় আজ চাঁদ উঠেছে, অনেকে জোছনা নিয়ে হয়তো গবেষণা করে
আমি চাক্‌রী করি; মানুষের ছানাপোনায় উঠোন ভরে উঠে, শিশুর মুখের হাসিতে
দিনের ক্লেদ মুছে যায় হযতো বা, আমার উঠোন খালি পড়ে, আমি কেবল চাক্‌রী করি।

প্রেম, সৌহার্দ, স্বপ্ন - সকল ইতিবাচকতা জেরবার হয়ে গেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব - প্রবলভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। অথচ ছক কাটা জীবনে অভিব্যক্তিহীন কাজকর্মে সঁপে দিতে হচ্ছে হাত-পা-নাক-চোখ-মুখ। কবিতার কাঠামোতে শব্দ বসানো যায় না প্রতিবার। তবু কবি কাঙ্খাবাঞ্ছার স্রোতে ভেসে যান। ডুবে যান।

হতাশ হই না। সব অনিয়মের শেষ কথা অনিবার্য ধ্বংস। তারপর তো আবার বিনির্মাণ।
তারপর আবার রোমিও জুলিয়েট। ধুন্ধুমার প্রেম। হাপুস কাঁদা, জড়াজড়ি বেঁচে উঠা, মধ্যবয়সে স্মৃতিচারণা।

তারপরও 'উপদ্রুত মানুষ স্বার্থপরতার' ভিড় করে আসে। কাটছাঁট হয়ে যায় সম্পর্ক। যোগাযোগ। তখন আফসানা কিশোয়ার লিখেন 'যে জীবন চাপ আর ছোট হয়ে যাওয়ার সমন্বয়ে বহমান' , সে জীবনের কথা।

প্রতিদিনের ছ'শ শব্দ ও আগে যেখানে ভাবপ্রকাশের জন্য
অপ্রতুল ছিল, সেগুলো এখন গুটোতে গুটোতে এভাবেই
ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ে থাকে। 'ভালোবাসা' অক্ষর ক'টির চাইতে
হাস্যকর আমার আর কিছু মনে হয় না।

তবুও, কবি তো কবি -ই। তাই আফসানা কিশোয়ার জানেন, 'এপিটাফ লিখিত হবে'। তিনি লিখেন 'দু'টি মানুষ' -এর বিরল সম্পর্কেও কথা। 'ছিন্ন পদ্য' নিয়ে দু:খের সাথে দু:খের জোড়া দিয়েছেন কবি। তারপর খুঁড়ে খুঁড়ে 'সম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ' করেছেন। 'দায়হীন বন্ধুতা'র সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়ে খেদ কণ্ঠে বলেছেন-

বরফের উপর পা, পাথরে ঘষ্‌টানো গা,
আহা, কি যে যন্ত্রণা! তবু কাটি না রা;
কতকটা নিজের লাভ, সামাজিক পরিচয়,
তোমার সাথে ভাব বিনিময়
এখনো এই সমঝোতার পরিচয় নিয়েই অল্প হলেও সহজ হয়।

তবে কবি অনুসন্ধানী মনের। ভগ্নতায় আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন না। তমসা কাটিয়ে ভোরের প্রতীৰায় বলে ওঠেন-

আবার ভালোবাসার অন্তঃর্জালে তোমাকে বাঁধতে
সুর সাধি গভীর মনোযোগে,
যে সুর আমার নিদ্রাহীনতার দুঃসহ রাত্রিগুলো
শৈশবের মতো সহজ করে দেয় - তোমার বিরল মৌতাতে
সাহসী ভোরের একজন হয়ে উঠি আমি বা আমরা
পুনরায়।

"উত্তরাধিকারের খোঁজে" অপেৰমান কবির আত্মবিশ্বাসের দেখা মেলে, তাতে ধার অনুভূত হয়। অথবা কবির ভেতরে পার্থিব রেওয়াজকে উপেৰার মনোভাব দেখা যায়। প্রথা ভাঙতে গিয়ে কবি 'ছন্দ ভাঙ্গার গান' শুনিয়েছেন। একটু উন্নাসিক কণ্ঠে বলেছেন, 'গোলম্নায় যাক সমাজ ভাবনা'!

আসলে কবি আফসানা কিশোয়ার স্বাধীনচেতা। যেন মার্চের আগুন চিত্তে আগলে রাখেন সারাৰণ। আবার স্বাধীনতার বিশুদ্ধ নম্রতাকেও ধারন করেন বুকে।

এমন সত্য উচ্চারণের পরও
জানতে কি আর চাও?
এই মার্চে ভালোবাসার সাথে "স্বাধীনতা"
এটুকু না হয় প্রকাশ্যেই মেখে নাও!

যদিও কবির মত ভালবাসার উত্তাপে উষ্ণতা খোঁজেনি বিশ্ব। কবি তাই সাম্রাজ্যবাদ দেখেছেন। বেনিয়াদের দামামা দেখেছেন। অর্থনীতির রাজনীতি দেখেছেন। বারম্নদের ছাইয়ে আত্মজার মুখ মলিন হলে কারও কি ভাল লাগবে? কবির মনে জেগেছে এমন উদ্বেগ। সমাধান একটাই দেখেছেন কবি। মানবকে এই ধ্বংসাত্মক বারম্নদ ফিরিয়ে নিতে হবে। কালো ধোয়াশাচ্ছন্নতা নয়, একটা উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়াবে সত্যিকারের সভ্যতা।

তবে মানব তুমি বারম্নদ ফিরিয়ে নাও
এক আকাশের সামিয়ানা দিয়ে
সবাইকে ছেয়ে দাও।

আফসানা কিশোয়ার সাধারণ মানব-মানবীর জীবনকে অসাধারণভাবে উল্টেপাল্টে দেখেন। সমাজ-বিশ্বকে ভেঙ্গেচুড়ে দেখেন। সবটাই গড়ার

প্রত্যাশায়। কবিতায় উচ্চারিত হওয়া শব্দে কবির এই প্রচেষ্টা, এই প্রত্যাশা পাঠককে প্রভাবিত করবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেশাগত দায়িত্ব আর পারিবারিক যাপিত জীবন নারীদের পথ আগলে দাঁড়ায় অনেকক্ষেত্রেই, কবি আফসানা কিশোয়ার হয়তো সে কারণেই কখনো কখনো অনিয়মিত হয়েছেন তার সাহিত্যকর্ম প্রকাশে। কিন্তু সাহিত্যচর্চা যে থেমে থাকেনি শত ব্যস্ততাতেও তারই প্রমাণ আমরা পাই তারিখওয়ারী লেখা কবিতাগুলো পড়লে।

প্রিয় শহর ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী আফসানা তার জন্মতারিখ ৮মার্চকে বেশ গর্বের সাথেই বলেন, বিশ্ব নারী দিবসে জন্মেছেন বলে।

“বারুদ ফিরিয়ে নাও"তাঁর অষ্টম কাব্যগ্রন্থ।

কবি একটি বেসরকারী ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

প্রকাশিত বই :

করোটিতে মৃত্যু	কবিতা একুশে বইমেলা ২০১০	উৎস প্রকাশন
অ-পরবের দিন	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৯	উৎস প্রকাশন
ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না	ফিচার সংকলন একুশে বইমেলা ২০০৮	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
জলপাই, অপছন্দ যে কারণে	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৮	উৎস প্রকাশন
পাল্টায় নারী, বাহারি	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৭	অন্যপ্রকাশ
পাখি ও সম্রাজ্ঞী	গল্পসংকলন একুশে বইমেলা ২০০৭	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
ত্রৈরাশিক	বড়গল্প একুশে বইমেলা ২০০৫	কারসাফ
শব্দোৎসব	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নস্টালজিয়া	ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নিষিদ্ধ ইশতেহার	অণুকাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
রোজনামচা : ভালোবাসা	কাব্যোপন্যাস মে ২০০৪	শিখা প্রকাশনী

ভাসমান 'উত্তম নারী'

আছি ইতঃস্তত ভাসমান,
শরীরে জড়ানো সফেদ পাঞ্জাবী নানাবিধ রঙে জর্জরিত
মেরুদন্ডে তবু বাসা বাঁধে না ভয়ের স্রোত
ভাসাই না দু'চোখে ব্যথার জলযান।
নিজের মনোভাবকে গুপ্তহত্যা করে
ফেলে দেই আঁধার টানেলের শেষভাগে,
শত্রুরা বরাবর জয় নিয়ে দৌঁড়েছে আগে
আমি দ্বিধান্বিত সত্য এবং সম্ভবের গোড়াপত্তনে
কখনোই ছিলাম না,
ঈষৎ ব্যথিত হয়ে লেন্সের চশমা মুছে শুধু
'একা আছি', কতটুকু সত্য ধরি
অশুভের বিপরীতে!
এই ভেবে গহন নিদ্রার মাঝেও উঠি কেঁপে ।

(০৮.০২.১০)

খাপখোলা উল্লাস

তুমি হাত ছেড়ে দিলেই ফিরে যাব ব্যতিক্রম পথ হতে
বহুল ব্যবহৃত সরল সাপ্টা স্রোতে?
তুমি শূন্য করে গেলে ঘর, ভুলে যাব বারুদমন্ডিত স্পর্শ
অভ্যাসে বেয়ে যাব বরফে জন্তুর মতো -
অভিনয়ের উন্মাতাল ঝড়!
'মুখের ভেতর রঙীন বুদ্বুদ গাঢ় হয়ে উঠে,
চোখের কোণে নিঃসঙ্গতার ফানুস ঘূর্ণিঝড়'
সামনের সময়গুলো এমনই হবে,
নদীর বুকে বেড়ে যাবে অদখলী চর।
ভোরের কাগজে অপরাহ্ন অস্ত যেতে যেতে
আমিও সংসারী মরাখেকো হব,
আত্মায় সেঁটে যাওয়া কাফনে তর্জনী ছুঁইয়ে
জীবনের বিদ্রোহে হব হয়তো দ্রব!
তুমি উনুনে ঝলসানো শীতপাখি যদি না হও,
তুমি কেউটের নতজানু ফণাকে স'ও,
ঘটে যেতে পারে সেই মিরাকল বা দৈবাৎ;
যদি দাও, একবার দাও পুনঃবন্ধনের সংবাদ।
নিউজপ্রিন্ট বালিকা হয়ে সমজলাশয়ে,
খাপখোলা উল্লাস চাখব অবাক হয়ে।

(২৬.০২.১০)

এপিটাফ লিখিত হবে

'ভালোবাসি' বলতে চাইলে, বলেছো - 'প্যাঁচাল'।
আবেগে আর্দ্র হয়েছি যখনই, তুমি ভেবেছো
আমি মাতাল।
বন্ধুদের গোঁফের কোণে এখন সাদা ঝিলিক
কল্কিতে টান দিয়ে বুক ভাসানোর উপাখ্যান গাইব
হইনি তো তেমন দিগ্বিদিক।
তোমার কড়ে আঙ্গুল ছুঁয়ে ঘুম - এই হতে পারে
সর্বোচ্চ চাওয়া,
কোথায় খরচ হয় তোমার উষ্ণ চুম,
সে তো নয় আমার অজানা।
দরোজার ওপাশে আমি, না খুলতে তা
তুমি করে যাও বিবিধ বাহানা।
অনুভবের তীব্রতাকে তোমার ভয়,
তাই নিজেকে লুকিয়ে তুমি কথার চাবুকে
আমাকে ঠুকরে যাও নির্বিকার,
মনের দাফন করে দেব, করব না হাহাকার;
এপিটাফে লিখে যাব -" এখানে ঘুমিয়ে আছে
সেই নারী, যে কখনো খুঁজে পায়নি ঠিকানা,
তার ভালোবাসার"।

(২৭.০২.১০)

উপদ্রুত মানুষ স্বার্থপরতার

ট্র্যাফিক, গায়ে গা লাগানো মানুষের দল,
শব্দের পরে শব্দ, জগাখিচুড়ি ধ্বনিময় কোলাহল-
আমাকে ক্লান্ত করে প্রতিদিন।
অজস্র কবিতার মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে
আমি পাড়ি দেই কর্মযজ্ঞের বাজময় দুপুর,
অপরের উচ্চাভিলাষ আর বিষয়ক্লিষ্ট মুখ
দেখতে দেখতে ভুলে যেতে থাকি ঔদার্য,
তর্জনী উঁচু করে তাদের তাড়া করে,
কামড়ে ধরে কেড়ে নিতে মন চায় সিংহাসন লাভের
ষড়যন্ত্র, যা প্রকাশ্য এবং একাধারে কদর্য।
আমি গেরুয়া ব্যাগ কাঁধে শহর বেড়ানো
ভাস্কর্য হতে চেয়েছিলাম।
স্বপ্নময় তিথিতে প্রেমের অতিথি হয়ে
দোয়েলের শিসে বাঁধতে চেয়েছি জীবনের সুর।
আমার আর দারুচিনি দ্বীপে ঘর বাঁধা হলো কই!
চতুর্দিকে উপদ্রুত মানুষ স্বার্থপরতার,
যতই দেই তবু বলে তারা 'দাও, দাও'
ক্ষতি নেই যদি আমি হয়ে যাই ন্যাড়া বনভুমি,
এক্কেবারে উজাড়।
যারা একশজন চলা পথে হাঁটে না,
তারাই তো ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে বারংবার।
আমারও সেই ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে,
অভিনয়ের আড়ালে তাকে রাখি যতনে লুকিয়ে।

(০৮.০৩.১০)

স্বাধীনতা মেখে নাও

তোমাকে নিতে আসি নম্রলাজে
তোমাকে লুকাই কথার ভাঁজে
তোমাকে গোপন করি সৃষ্টিছাড়া বলে
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখি শতেক ছলে
তোমার জন্যে ইন্দ্রজ্যোতির বেদন
রাখি না তো জমিয়ে,
তোমার জন্যেই শুদ্ধ সব রাখি সরিয়ে

এমন সত্য উচ্চারণের পরও
জানতে কি আর চাও?
এই মার্চে ভালোবাসার সাথে "স্বাধীনতা"
এটুকু না হয় প্রকাশ্যেই মেখে নাও!

(১৯.০৩.১০)

মধ্যমের গড়ন

কত কাটবে দাঁতে আর নখ?
তোমার না নেইলপলিশের শখ!
রঙ পরাবে কোথায়, নখই যদি না থাকে
ছিঃ, এভাবে কেউ নখ খায়!

তুমি তো হওনি তেমন বয়সী
যে বলব নখদন্তবিহীন,
বলতে পারি বড়জোর
দন্ত একটু সামলে নিন।

শতেক মুদ্রাদোষ, হাজার টানাপোড়েন
এগুলো মেনে নিয়েই উত্তম নারী (পুরুষ-আমি)
মধ্যমের (তুমি) সাথে

ভালোবাসা গড়েন।

(১৯.০৩.১০)

প্রতিশব্দ, চেনা ভালোবাসার

ভালোবাসার প্রতিশব্দ সময়ে চারুকলার দেয়াল,
দু'টা চা কে তিনটা করে দেয়ার
আহ্বানের সমান্তরাল।
ভালোবাসা মানে না বুঝেই হিসাব নিকাশ
বর্ণে গন্ধে অস্থির,
মনের সাথে দেহ মিলিয়ে
মেখে নেয়া তারুণ্যের বিচূর্ণ আবীর।
ভালোবাসা কখনো ভয়,
বুকের খলুইতে আস্থার সংবেদ
তার সাথে জড়ানো অনেক না পাওয়ার ক্ষত
কিংবা রটনার ক্লেদ।
ভালোবাসা একটাই শব্দ,
নিজেকে নিয়ে অন্যের মতো করে বাঁচা
পৃথিবী নামক গ্রহে গড়ে তোলা
কাঙ্ক্ষিত খাঁচা।

(১৯.০৩.১০)

ক্ষমা যদি চাইতে হয়, তবে তোমার কাছে, আমি অপারগ ক্রমাগত ক্লান্তির মাঝে

ভীড় ভাট্টার ঢাকায় আজ চাঁদ উঠেছে, অনেকে জোছনা নিয়ে হয়তো গবেষণা করে
আমি চাক্‌রী করি; মানুষের ছানাপোনায় উঠোন ভরে উঠে, শিশুর মুখের হাসিতে
দিনের ক্লেদ মুছে যায় হযতো বা, আমার উঠোন খালি পড়ে, আমি কেবল চাক্‌রী করি।
কেউ কেউ মুখ ঝামটা দিয়ে বলে- এ শহরে তুমি একাই কি এমন করছো? উত্তর আলবাত 'না'।
এখানকার মানুষগুলো মৃত, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি এবং অনেকাংশে সম্প্রীতিহীন।
এদের মানুষ বলা যায় না। জেলখানার কয়েদীর মতো - জোছনা সরিয়ে,
অসংখ্য উটকো কাজ মাড়িয়ে যখন রাস্তায় নামি, তখন অ্যানাকোন্ডা গাড়ির সারি,
শরীরের কোষে কোষে ঘুম আর জং, মন সাজে না, রিপু বাজে না, দিনের অর্ধেকটা সময়
"না মানুষ" দের সাথে অতিবাহিত করার পর, আমিও তাদের একজন।
হুতোশের পান্থপাদপ,
বুক পকেটে ঘুমন্ত কলম, বিধবা কাগজ, সব সটান নুয়ে পড়ে। অদৃশ্য জল মুছতে মুছতে,
অস্ফূট স্বরে গাই "ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু", আত্মাকে বলি আর একটু ধৈর্য্য ধরো,
সব অনিয়ম সইলো বলে, এখনো তালশাঁসের মতো থাকা মনটা কবে যে গ্রানাইট হবে!

(২৪.০৬.১০)

এ যুগের পথিকদের ক্ষুর, খুন, এসিড এর বিপরীতে ধূলোমাখা প্রেম

"তোমার ঐ মনটাকে একটা ধূলোমাখা পথ করে দাও আমি পথিক হব, ভালোবাসার কিছু পদধ্বনি তোমাকে সারাবেলা শুনিয়ে যাব আমি পথিক হব"-এমন আহ্বান কি এখন আর জানানো যায়, সে যত বড় প্রেমাস্পদই হোক তার কাছে? এ সময়ে কেউ কি ভালোলাগার ভীরু চপল পায়ে "হতে পারে মনের মানুষ" এর কাছে আসে? স্মৃতিকাতর হয় তেমনভাবে পুরোনো কোন পথ দেখে যে পথে প্রিয় কারও সাথে একসময় ভ্রমণ করেছে; সময়ের চলমানতায় পথ আছে একই জা'গায় শুধু মানুষগুলো নেই! অবাক হই। শিউরে উঠি। তারপর ভাবি আমরা তো এমনটাই চেয়েছিলাম।

এসএমএস, এমএমএস, মেসেঞ্জার কতকিছুই না এসেছে! ডানা ভাঙ্গা পাখির মতো ঠায় তিন ঘণ্টা দেখা হবার স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা, তারপর বিষণ্ন হাঁসের মতো থপথপ হেঁটে যাওয়া -ফিরে যেতে যেতে প্রিয়মুখ চকিতে চোখে পড়লে রাগ, ক্ষোভ, আনন্দ - সবের মিশ্রণে যে হাসি কান্না তেমন রসায়ন কি আজো হয়? আমি জানি না- এখনকার মানুষদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছা জাগে জানার অনুভবের কোন অতলে গেলে মানুষ তার প্রিয় মানুষের সাথে কাটানো একান্ত সময় মোবাইলে, গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে, নিজেদের সম্পর্কের সময়টাকে গণসম্পদে পরিণত করে? একটা বই পড়তে চেয়েছিলো প্রিয়, বিশ্ব সংসার তোলপাড় করে এনেছে অপরপক্ষ। সেই প্রেম ও তো টেকেনি। তারা কেন এখনো বন্ধু আছে? আর এখন কেন প্রত্যাখ্যান ক্ষুরে,এসিডে,খুনে জর্জরিত হয়? মিডিয়া,সংস্কৃতি,বিনোদনের অভাব ইত্যাদি শব্দ ভেসে আসবে কারণ হিসেবে। সম্পর্ক মানেই যৌন চাহিদা নির্বাপণের উপকরণ? কি সহজ সমীকরণ!

কেউ কারো পথ হতে রাজী না, কেবল নিজের জন্যে চাই মসৃণ পথ। সহিষ্ণুতা ভরা শ্রদ্ধা- স্বামী স্ত্রীতে নেই, সেটা সন্তানে সংক্রমিত, নেই শিক্ষক-ছাত্র ছাত্রী সম্পর্কেও। খালি ভয়, আতংক। সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে রুখে দেবার, সংগঠিত হবার আকাঙক্ষা নেই।

হতাশ হই না। সব অনিয়মের শেষ কথা অনিবার্য ধ্বংস। তারপর তো আবার বিনির্মাণ। তারপর আবার রোমিও জুলিয়েট। ধুন্ধুমার প্রেম। হাপুস কাঁদা, জড়াজড়ি বেঁচে উঠা, মধ্যবয়সে স্মৃতিচারণা। প্রেম মানে ভালোবাসার মানুষের পথের পথিক হয়ে সব কাঁকর সরিয়ে দেয়া, সে আমার দেহের ছায়াতলে আসবে কি আসবে না সে প্রশ্নের মীমাংসা না করেই। প্রথম প্রেম, প্রথম চুম্বন- সব প্রথম সেরকম। সেখানে যারা ক্ষুর, খুন, এসিড আনে তাদের সমস্যা মনে নয়, টেস্টিক্যালস এ। খাসি করে বিচি দু'টো হাতে দিয়ে দিলেই আবার গান-ধূলো, পথিক, অনাবিল ভালোবাসাবাসি।

(০৫.০৭.১০)

শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি জেগে রয়...

শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি জেগে রয়...
শুনেছি যে মৃত্যুর পরও আছে এক জীবন
সে জীবনেও তোমার স্মৃতি ছড়াবে যে কিরণ
শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি জেগে রয়...

হৃদয় ভাঙ্গার কাহিনী কেন বলো এমন হয়,
এত ভালোবাসা নিয়েও হয় না দু'জনের পরিণয়
মানুষের গড়া নিয়মের কাছে মনের ই পরাজয়
শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি জেগে রয়।

জানতে যদি চাও শেষ ইচ্ছা বলতে
নেই আর কোন ভয়,
দেখতে সাধ জাগে না আগামীদিনের সূর্যোদয়,
বুকে দহন, দহনে লীন এ জীবন
সে জীবনেও তোমার স্মৃতি ছড়ায় যে কিরণ
শুধু স্মৃতি, শুধু স্মৃতি জেগে রয়...

(১৬.০৯.১০)

বাঁচার সন্ধি

আকাঙ্ক্ষার রুদ্রাক্ষ মগডালে ঝুলিয়ে
যেই বাড়িয়েছি সন্ন্যাসের পথে পা
জাপ্টে ধরেছে অজগর মন, দেহে তখন
শতেক টুনি বাল্বের ঝাঁ ঝাঁ।

সমাজ তাকে নাম দিয়েছে 'বৈধতা'
পরিবার বলেছে 'সঙ্গী', বাঁচার অবলম্বন
হৃদয়ের ঘনীভবন, পুঞ্জীভূত উচাটনের মানচিত্র
দিয়ে হরেক চাপা, করি স্বাভাবিকতার উল্লম্ফন

ধরা হলো না উলের কাঁটা, বুনলাম না সম্পর্কের জাল
ভালোবাসা বলো যারে সে তো নিজেরই প্রয়োজনে
নৌকা টানা, উড়িয়ে সুযোগমতো
'জীবন' নামক পাল।

সবশেষেও শান্তি খুঁজি,
আলো নিবে একটু একটু রোজই;
আশায় আশায় ভাবনা ঘরে
তোমার মনের সাথে এ মনটা মিলাই
রাত কি ভোরে;
নির্জন নিঃসঙ্গতায় এখন খুব কষ্টে থাকি,
তুমি জানো ঠিকই বোঝো
তোমায় আমি কেন ডাকি।

(১৪.০৮.১০)

যে জীবন চাপ আর ছোট হয়ে যাওয়ার সমন্বয়ে বহমান

ষাট শব্দে এখন সব বলে ফেলি-
"তুমি কেমন আছো?আমি ভালো আছি ইসাবেলা।"
প্রতিদিনের ছ'শ শব্দ ও আগে যেখানে ভাবপ্রকাশের জন্য
অপ্রতুল ছিল, সেগুলো এখন গুটোতে গুটোতে এভাবেই
ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ে থাকে। 'ভালোবাসা' অক্ষর ক'টির চাইতে
হাস্যকর আমার আর কিছু মনে হয় না।
পুরো জীবনটা ভুল শব্দের জটপাকানো একটা খটোমটো প্রবন্ধ ছাড়া
বেশি কিছু নয়।
প্রতিটি মানবের ইতিহাস ভিন্ন, সেখানে যেসব অভিঘাত,
পারস্পরিক মনঃসংযোগের যে অভিলাষ
সে আদতে অপসৃয়মান জলছবির মতোই -
কেউ কি কারও হয়!
'গদ্য-কবিতা' বলে যেমন কিছু নেই, ইট কাঠের মিলিত
সংস্রবে যেমন 'প্রকৃতি' হয় না তেমনি ষাট শব্দে
তোমার কাছেও আমার পৌঁছানো হয় না, ইসাবেলা।
এত এত ঋণাত্মক শব্দগুচ্ছ তোমার কোন্ ভ্রু'টা
কুঁচকে তুলবে সেও আমি জানি না বিধায়
নতুন কোন অক্ষরমালা পাঠাই না আর।
মঙ্গল, অমঙ্গল কোনটাই প্রার্থনায় ধরা দেয় না,
স্মৃতির ঝাঁপিও করে দিয়েছি বন্ধ।
জড়ভরত মানুষের মতো আমি হাঁটি, চলি, খাই
জীবিকার ঘানি টানি-
ভালোবাসার রঙ ছাওয়া আকাশ আমি বাজি রেখেছি
পাক্কা জুয়াড়ির মতো সফেদ বরফের নীচে শুবো বলে;
কারও সহানুভূতির 'ইশ্' পাবার অভিপ্রায়ে নয়।
আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত,
যোগাযোগের মাধ্যমগুলোও আজ গৌণ,
মনের পারদে প্রবল ঘূর্ণিপাক ঠেলে একটা কথাই জানলাম-
ভালোবাসা প্রাণঘাতী, মননের অনিষ্টকারী অনুভব ভিন্ন

কিছু নয়।
ইসাবেলা, এভাবেও বেঁচে থাকা যায়,
আমাদের হাহাকারগুলো জানি না বাঁধা পড়ে কি না
কোন পরিযায়ী পাখির ডানায়!

০২.১০.১০
রাত ২:১০

আমার নখে জীবনের রং

প্রিয় স্বর শোনার চাইতে জরুরী কথা আর কি থাকতে পারে!
হাজার আলো জ্বলা সভা মালিন্যে ঢেকে যায় আত্মসঙ্গীর অনুপস্থিতিতে।
অকিঞ্চিৎ মোমের কাঁপা শিখাও লক্ষ টুনিবাল্বসম আলোকিত প্রান্তর
চোখের সামনে মেলে ধরে বিস্তৃত জল রাশির নাচন নিয়ে-
এর পেছনের সম্পর্কের সুতোটাকেই তবে প্রেম বলে!
ফাতনায় আটকানো মাছের মতো ঝুলে থাকি,
শিউরে, দিয়ে উঠি জলজ ঘাঁই, বেলীর মালা যেন জড়িয়ে আছে
পুরোটা অস্তিত্ব;
সে আছে না থাকার মাঝে,ঈশ্বরীর ভদ্রাসনে।
এখন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেই না "ভালোবাসা কারে কয়" বলে;
যাতনা ছাড়া আত্মার বাঁধন হয় না কি!
দু'মনের বিরহেই গড়ে ওঠে সংসার কিংবা সমাধি।
অগ্নিস্বাক্ষী নেই,নেই সই-সাবুদ
বুক ঠুকে নির্বিবাদে আবারো বলি -
তুমি ই আমার দূর্গতিনাশিনী অথবা স্রষ্টা মাবুদ।
হৃদয়ের কাঠ্গড়া ছাড়া কোন বিচারেরর ধার ধারি না;
ছায়া হয়ে ধরে আছো এই ছোট্ট প্রাণের কড়ে আঙুল,
আমার নখে ছড়ানো তোমার সুবাসে গেঁথে যাওয়া
'জীবনের রং' -
এ যাত্রা জীবন বিমুখ হাঁটা হলো না তো!
তুমি থাকো শরতের ঝকঝকে আকাশ হয়ে,
আধখানা চাঁদ-শিশু তারাদের প্রতিবেশী হয়ে,
অহর্নিশ মনের বসতভিটের ছাদ হয়ে।

আমি "আমরা" হবার হেমন্ত স্বপ্নে বিভোর হই
হয়তো বৃহৎ ভুলের মহাকাব্য লিখব বলেই।

(১৬.১০.১০)

শলাকায় শলাকায় বিদ্যুৎ

অশ্রু ছিল বৈ কী, ঝরকিবাজি আলোর ভেতর
অনেকটা কাঁচের উপর পড়া ত্রিকোণরশ্মি যেন!
বহু মহড়ায় সাজিয়েছিলাম দুঃখের ইতিহাস,
তোমাকে জানাবো বলে- তোমার কাছে যেতেই,
পরস্পরের ফিসফাস্ শুনতে পারার নৈকট্যে আসতেই,
মুখের ভেতর সাজানো দাঁতেরা যখন শব্দ নিয়ে
পিয়ানোর মতো বাজবে বলে হা করেছে,
তখনই জানলাম তুমিও পাপকে জানো,
তোমারো আছে স্খলনের অস্থির আঁকিবুকি -
কচ্ছপের খোলে মাথা ঢুকিয়ে আমি
তোমার কনফেশনের লেজারাস হলাম তন্নিষ্ট মননে;
তবে সখী তাই হোক, শলাকায় শলাকায় বিদ্যুৎ
পুড়ে যাক পাপের অপরাপর দেয়াল,
লতানো স্বর্ণলতা হয়ে
তোমার বৃক্ষদেহে আমি স্থাপন করি স্পর্শের আশ্বাস;
একদিন তো আসবেই সময় শুদ্ধ আড্ডার,
আমাদের তীর্থ তো খবর রাখে না কাশী-গয়া-মক্কা-মদীনার।

(১৭.১০.১০)

প্রিয় নারী,"শুভ জন্মদিন"

প্রিয় নারী,
আজ রাতে কিছুতেই নিজেকে অন্য কারো দৃষ্টিতে প্রশংসিত দেখতে ইচ্ছে করছে না। পৃথিবীর তাবৎ ভালোকে পাশ কাটিয়ে আমার আপন দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকেসহ অপরাপর অন্য নারীরা যারা আমার সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত তাদের দোষারোপ করার সাধ জাগছে।

ছদ্মবেশের প্রতিটা মুখোশ টেনে সরিয়ে আসল 'আমি' কে নিয়ে যদি বাঁচতে পারতাম! বেদনার সব স্তর অতিক্রম করতে করতে আমি জানি তুমি আমার সব শান্তির উৎস। হায়! আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি 'দূরত্ব ' নামক অদ্ভুত দেয়ালের আড়ালে। সময়ের ফেরে আমি হাবুডুবু, স্পর্শহীনতায় আমার নাক পর্যন্ত বিষাদ। আমাদের আর একে অন্যের ঝুরকো রূপোলী চুল নিয়ে হাসা হয় না। তুমি হয়তো আজকাল বানরটুপিতে সবটা ঢাকো!

আমি ঢাকা শহরের সীসার মাত্রা মাপতে মাপতে, ঘামের কটুগন্ধের ছিপি বন্ধ রাখতে দামী নির্যাস ঢালতে ঢালতে দূষণের হাতে ক্লোরিনযুক্ত পানির উপর কেশের ভবিষ্যত ছেড়ে দিয়ে আবার গয়ংগচ্ছ "জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক" জপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুঁজি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবি আমরা প্রাণী না জীব? আমাদের কি সুখী হবার অধিকার আছে অথবা অতীত ইতিহাস আছে সুখের?

"দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে" - মায়ের দুধ না টিনের দুধ? দুটোই খাওয়া অথবা তিনটেই পান করা ভালো; ছেলেদের দেখি আর ভাবি আহা, সৌভাগ্য কারে বলে! পেলাম না তো।
প্রিয় নারী, যুতে দিলে শর্তের পাঞ্জা, বাঁজা ভবিষ্যত দাঁত খিমচে গর্ভ রোধ করে থাকে। ব্যস্ততার গলিতে সময়ের অভাব ঠক্‌ঠক্ পা ঠুকে বুড়োটে মারা ত্বকে জীবন যাপনে পেশীতে সতর্ক বাণীর সাইরেন বাজিয়ে যায়, জেল পালানো কয়েদীর সতর্কতায় নিজের কাছে নিজে ধরা না পড়ার ব্যালেন্স গেম-এই বুঝি পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠলো।

আমার ঘুম হয় না গো নারী, আমার ভন্ডামী আমায় চুইংগামের মতো জুড়ে আছে। তাই আমার আর "আমাদের" কথা বলা হয় না।

আমি বা তুমি প্রাণী বা জীব- এ রহস্যের মীমাংসা হয় না। সুখী হবার অধিকার কেন খর্ব হয় তাই জানা হয় না, দুঃখ এবং সার্বজনীন বিরহ ই জাপ্টে থাকে মঙ্গল সূত্র হয়ে।

মঙ্গলবার
২৬.১০.১০

স্মারক রচে যাই, জীবন মানে সমঝোতা ই

সমঝোতার সমন্বিত স্মারক চর্চার ফাঁকে ও তুমি ঝলসে ওঠো
একেবারে সদ্য কেনা ছুরির ধারে।
সে কি উন্মাদনার সেসব ক্ষণ কাষ্ঠ তণুতে সঞ্চার করতে জানে!
বরফের উপর পা, পাথরে ঘষ্‌টানো গা,
আহা, কি যে যন্ত্রণা! তবু কাটি না রা;
কতকটা নিজের লাভ, সামাজিক পরিচয়,
তোমার সাথে ভাব বিনিময়
এখনো এই সমঝোতার পরিচয় নিয়েই অল্প হলেও সহজ হয়।
লিপ্ততা
মায়ার গভীর টান
শাণিত প্রেমের উপাখ্যান
পেলে,
বাজতো দ্বৈত পরাণ;
না পাওয়ায় বিভ্রাট
বিষাদ মাখামাখি দেহকান্ডের
শাখায় শাখায়
রংহীন নিবিষ্ট দিন কেটে যায়
মুক্তির পথ অজানা, চালাকীর স্বর্ণলতা বাঁধা দু'টি পায়
মীনারের শেষ ধাপে
নতজানু সিজদায়

নিযুত হাড়ে, অযুত পাপের পসরায়
জৈব উল্লাসের উষ্ণ স্মৃতি তোমাকেই
কুর্নিশ করে নীলকণ্ঠী শুভেচ্ছা জানায়...
"শুভ জন্মদিন"

রাস্তা অজানা

মন তুই তো রইলি উচাটন
তুই জানিস কি চাস্, যখন তখন
মন তোর মাঝে খেলে কখন কি রং !
কেন স্বপ্ন দেখে যাস্
ঘুমে জাগরণে,
আমি তো না জানি কোন্ পথে চলি
কাকে কি বলি,
রাস্তা যখন অজানা.....

ভেবে যাচ্ছি সব ভুলে সেই একমুখ
কেউ না জানে মন তুই কোথায় পাবি সুখ,
তুই তো কারও হয়েছিস্ কিছুই না ভেবে
সে কি তোকে কখনো কথা দেবে
কি হবে তবে সেই পথে চলে
রাস্তা যখন অজানা.....

ভাবনাদের নিয়ে অণুক্ষণ
মন তুই তো রইলি উচাটন
তুই জানিস কি চাস্, যখন তখন
মন তোর মাঝে খেলে কখন কি রং !
কেন স্বপ্ন দেখে যাস্
ঘুমে জাগরণে,
আমি তো না জানি কোন্ পথে চলি
কাকে কি বলি,
রাস্তা যখন অচেনা.....
(২৬.০৯.১০)

দু'টি মানুষ

দু'টি মানুষ চোখে চোখ রাখলেই
দু'টি মানুষ একযোগে হেসে উঠলেই
দু'টি মানুষ চেনাজানার ঝাঁপি খুললেই,
সম্পর্কের আকিকার প্রয়োজন।
তাদের বন্ধু হতে আয়োজন,
কখনো দেয়াল ঘের দিতে চায় স্বজন
কখনো বা তারা করে রাখী বন্ধন।
দু'টি মানুষ মুছতেই পারে একে অন্যের
অশ্রু অথবা জল
দু'টি মানুষ হতেই পারে একসঙ্গে
শোকে কিংবা সুখে বিহ্বল!
দু'টি মানুষ কোন সংজ্ঞায় পড়ে না
থাকতেই পারে এমনভাবে সম্পর্কিত
হোক তা বিরল,
দু'টি মানুষ হতেই পারে সহযোদ্ধা,
শুধু তাদের রয়েছে লড়াইয়ের ভিন্ন ভূ-গোল।

(১৯.১১.১০)

ডাবল রুফ না কি ভুলে যাবার উসিলা?

জীবনটা যেন ডাবল রুফে রাখা কোন জিনিসের মতো
প্রতিদিন ভাবি নামাব কিন্তু নানা টানাপোড়েনে আর হয়ে ওঠে না;
বেহুল জোস্নায় চরাচর ভেসে যায়, আমি চাদেঁর নীচে বসি কই!
বাউলা বাতাসে ঘূর্ণি নাচন,
মাথার ভেতর পাক্ দিয়ে ওঠে, বসন্ত তবু বলে আমি তার নই।
হরিণের জিহ্বায় বড়শি গেঁথে দূর বহুদূর-
আলো নেই, বেতাল বিংশতির (অ) সুর,
ডাবল রুফের শেষটা দেখা হয় না; বন্যাবাতি অনিত্য হয়ে
সব নগ্ন করে ধরিয়ে দেয় না চোখের আয়নায়,
আয়ু ক্ষয় হতে থাকে-
ঘষটে চলা পথের সীমানায়...

(১৯.০৩.১১)

অধরের স্বাদ ভুলে গেছি

অধরের স্বাদ ভুলে গেছি,
জেলখানার কয়েদি জানালার ফাঁকে দেখে
একফালি খোলা আকাশ
তোমার ছবি দু'চোখের আয়না থেকে বুকে নামে যেই
কি যে ভয়ংকর গুরু গুরু প্রকাশ!
এই বুঝি মেঘ নামলো -
এটা মুছি, সেটা গুঁজি
তারপর বুঝে যাই
অধরের স্বাদ ভুলে গেছি।
টুনটুনির চঞ্চলতায় ধরেছিলাম তোমার আঙ্গুল,
সে হাতেই খুঁজে এনেছো তুমি
স্থিরতার আশ্চর্য পরিবেশ অনুকূল;
এখনো স্মৃতির কাছে যতবার যাই
আমার কপালে তোমার শেষ চুম্বন
কি করে এই মুখে করি গুঞ্জন
তোমার স্বাদ ভুলে গেছি, ছাই!

(২৭.০৩.১১)

দায়হীন বন্ধুতা

রোদ্দূর জল কাদা মাখা
তোমার হাত আমাদের আনন্দ মেহেদী রাঙা,
অবাক বালিকার বাউল-দেউল হওয়া -
রুদ্ধ করলে যখন,
অভিমানের প্রতি স্তর গলতে লাগলো
স্নেহে পূর্ণ করলে জখম।
ব্রীড়ায়-আড্ডায়-ক্ষোভে, লাজে কার্তুজ আগুনে
প্রশ্ন করেছি যতবার, বলেছো এ প্রেম নয়-
তোমার একান্ত প্রকাশ হয়তো বা ভালোবাসার;
অমীমাংসিত বাস্তবে,
আকাশ পেরোনো স্বপ্নের সীমায়
জেনেছি প্রথমত-শেষ পযর্ন্ত আমরা "বন্ধু"
যেখানে নেই আর কোন দায়।

(২৮.০৩.১১)

কেউ কারো নই

তুমি বিচ্ছিনতাবাদী হতে চাও
আমার তো ওজর নেই।
তুমি আধুনিক মানুষের প্রতিচ্ছবি,
দায়হীন সম্পর্ক ভালোবাসো
আমি তাতেও হারাইনি খেই।
আধুনিকতার অনুসঙ্গ Individualism বা
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যদি থাকে তোমার অনুরাগ

আমার অনুরোধ একটাই- মিছে ভন্ডামীর
"আমাদের" শব্দটার এবার করো বিভাগ;
অংকটা ভীষণ সহজ "আমাদের ÷ দুই" =
' তুমি এবং আমি' - কেউ কারো নই।

(০২.০৪.১১)

ছিন্ন পদ্য

১.
বিম্বিত প্রতিচ্ছবিতে লড়াই এর আহ্বান
যূথবদ্ধতা অমিলের কান্ডে বোকামীর স্নান;
তবে প্রিয়তমা তাই হোক - তোমার লীলায়িত অধরের স্মৃতি নিয়ে
আমিও না হয়, মৃত্তিকাতে পুনঃর্জন্মের ইতিহাস লিখব আরেকবার !

২.
আমাদের অমীমাংসিত হিংসার তীর নিক্ষেপ চলতেই থাকে,
তুলনার দাঁড়িপাল্লা এদিক ওদিক দোলে বারবার-
আমি দোষী, তুমি দোষী, রুচি-অরুচি, দাঁত ঘষাঘষি
অতীত বর্তমান সব বিষে পিষে ছারখার।

৩.
বদলাবে দিন বদলায়, শত্তুর বসে মুচকি হাসে ঘরের দাওয়ায়
মন্ত্রপূতঃ জলের ছিটা, অবনত প্রার্থনা,
ঐসব ঘনায়মান কালরাত্তির হতে
নিঃশর্ত মুক্তি চায়।

৪.
আমি তো দুঃখী ই ছিলাম
তুমি আর কি নতুন দুঃখ দেবে!
সবার শেষ লক্ষ্য একটাই
মাটির বিছানা,
কেমন করে ভাবো তুমি তা
আমার পায়ের নীচ হতে
কেড়ে নেবে!

৫.
ভীষণ আতশবাজি পুড়বে পুরো শহরে
হয়তো বা সারারাত
ফেনিল উল্লাসে অনেক বৈঠকখানা
হয়ে যাবে মৌতাত;
গভীর উদযাপনের পর আবার জাঁকালো
শূন্যতার ব্যাদান মুখ,
আঙ্গুল তুলে একজনকে জিজ্ঞাসিবে কেন
এত স্বল্পদৈর্ঘ্য যে কোন সুখ!

(০২.০৪.২০১১)

দূরে ঠেলে কড়ির গন্ধ

ঘনায়মান ছায়াতেও আমি খুঁজে পাই ঘৃণার শরীর
শুধু তোর জন্যে মা, তোর জন্যে
আমি বুকের লাল খুঁড়ে সিঁদুর রাঙা হই
বিষ গিলতে গিলতে তোর বাহুতে আঁকি ডানা পরীর
যদি কোনদিন আমি তোর বিশ্বভুবন ছুঁই!

দোজবর শালিক নোংরা ঘাঁটা ঠোঁটে
নির্লজ্জের মতো গেয়ে উঠতে চায় আপোসের গান,
তুই জানিস মা, তোকে বাঁচাতে আমার এখন সিনা টানটান।
যদি তাকে আস্তাকুঁড়েতে ছুঁড়ে ফেলতে না পারি
মনে রাখিস মা আমি তোর নই।

তোর হাতে তুলে দেব বহু ঝড় জলে বাঁচানো
আমার সফেদ বুকের পিদিম
শিশু তোর প্রথম প্রথম মনে হবে এ বুঝি

খেলতে দেয়া হলুদ বুকের ঘুঘুর ডিম!
তারপর তুই ও জেনে যাবি জাদুরাণীর
আকিক পাথর রাঙা আঙ্গুলে আমাদের জন্যে
রাখা ভালোবাসার গান-সুর
দোজবর শালিক খুঁটবে তখনো কড়ির গন্ধ
থাকবে আমাদের জীবন থেকে
দূর বহুদূর।

(০৩.০৪.১১)

হুলোর ছোঁকছোঁক

উঁকি দিয়ে পাহারা দেয় বিড়াল চোখ
সহানুভূতির আশায় করে ছোঁকছোঁক
হুলোাভাবে ছানা তার, গিন্নীকে এখন
তাই দেয় অনেক মনোযোগ।
লোক দেখানো এসব অভিনয়
নয় তো অজানা
অনতিক্রম্য সেই ব্যবধান নিজ হাতে হুলো
টেনেছে যার সীমানা
করাল অক্ষিতে গোলাপের নিশানও
মাপি ভীষণ সতর্কতায়
ফুটো করে জল প্রবেশ হবে না তো
আর আমার নায়।
সাঁতার জানি, হয়েছি তো মাঝি মালস্নার
হারাব না হাল, সবটা জানি এখন নিশানার।

(০৪.০৪.১১)

বিরল মৌতাতে সাহসী ভোরের একজন

শেষ বসন্তের এলোমেলো বৃষ্টিতে তোমাকে
অনায়াসে গুঁজে দিতে পারতাম আমি!
একবার ঝড়ো ঘূর্ণিতে পড়লেই তুমি জানো
কেমন নিস্পৃহতায় আমি ভুলে যেতে পারি
এ নষ্ট শহরের ধর্মব্যবসায়ীদের ছল,
তোমার স্মৃতি,
তা আমি করিনি ইসাবেলা।
একা্দোক্কা খেলার মতো আছি, আছি, নাই, নাই
করতে করতে খরচোখে আমি সব দেখি
অনুভব করি ততোধিক।
যাদের ভয়ে আজ তথাকথিত সুশীলরা গর্তনিবাসী
তাদের প্রতি থুতু নিক্ষেপ করে
আবার ভালোবাসার অন্তঃর্জালে তোমাকে বাঁধতে
সুর সাধি গভীর মনোযোগে,
যে সুর আমার নিদ্রাহীনতার দুঃসহ রাত্রিগুলো
শৈশবের মতো সহজ করে দেয় - তোমার বিরল মৌতাতে
সাহসী ভোরের একজন হয়ে উঠি আমি বা আমরা
পুনরায়।

(০৪.০৪.১১)

উত্তরাধিকারের খোঁজে

বলতে দ্বিধা নেই আগ্রহ বা অনাগ্রহ কোন ভিটাতেই
আমার শেকড় গাঁথা নেই
আমি দৃশ্যপটে ধারালো তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছি,
আক্রমণ কাকে করব জানতে পেলে
এককথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।
আমার সামনে দৈনন্দিনতার ফিরিস্তি
তুলে ধরা একধরনের সময় নষ্ট।
একা হতে না পারলে আমার সব সংকল্প
নিমিষেই ভ্রষ্ট - অপছন্দের ছায়ায় তারাজ্বলা
আকাশও হয়ে যায় উধাও।
আমাকে তোমরা যতই স্বাভাবিকতার গেরস্থ সুতায় বাঁধো
জেনো আমি তো নেই আমাতেই -
তাই আগ্রহ বা অনাগ্রহ কোন ভিটেতেই শেকড় না গেঁথে
পেট কাটা চাঁদিয়াল হয়ে বাতাসের অনুকূলে ভেসে যাওয়া
এই আমার নিয়তি;
শুধু দৃশ্যপটের ধারালো তলোয়ার
হাত বদলের জন্যে উত্তরাধিকার খুঁজি
আজো অজান্তেই।

(১৩.০৪.১১)

ছন্দ ভাঙ্গার গান

আমার সুরে না কি ছন্দ নেই আর
সুর ভেঙ্গে ছুটে চলে জীবন
যেন আজা যন্ত্রণারই পাহাড়।
তোমারও কি রাতভোর বৃষ্টিতে শুকনো দু'হাত
তুমিও কি আমারই মতো খোঁজো
শান্তির একটি প্রভাত!
তোমারও কি দুকূল জোড়া আঁধার
জীবন যেন আজ যন্ত্রণারই পাহাড়।
আমারো জল জমা চোখে আগুনের ছাটা
আমিও বন্দী তোমারই মতো
যতই জুড়ি শূন্য দু'মুঠা।
আমারো সব মুছে যায় বারবার
আমার সুরে তাই ছন্দ নেই আর
সুর ভেঙ্গে ছুটে চলে জীবন
যেন আজ যন্ত্রণারই পাহাড়।

(২০.০৪.১১)

সম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ

পরিচিত গন্ডী বারবার আঙ্গুল তুলে জানতে চেয়েছে
আমাদের সম্পর্কের কথা, আমি নিরুত্তর
সাথে ফিকে হাসি- তোমাকে কেউ এমন প্রশ্ন করতেই পারেনি;
কারণ ভীষণ সাধারণ আমার সাথে "তুমি" ভাবা যায় না,
আমার আঞ্চলিক টানের পাশে তোমার পূর্ণেন্দু পত্রী'র নন্দিনীর বিভাস,
যে কোন তৈলচিত্রের ক্যানভাসও মুহূর্তে করে দেবে উদাস।
আমার অগোছালো বেশভূষা-জিনস, কেডস...
সবকিছু যেনতেন তার সমান্তরালে তুমি তো
"অপর্ণা সেন"।
তাই সবাই জানে আমি প্রেমী কিন্তু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে অপারগ।
সেই সুযোগে তুমিও একটু দূরে,
আমিও ফিকে হাসি নিয়ে আছি সরে -
এ বয়সে ভালোবাসা আর চৌকান করতে সাধ জাগে না,
আমাদের উল্লাসটুকু আমরা নীরবে করি পান।

(১৭.০৫.১১)

বিষণ্ন আকাশ মেলা

বিষণ্ন আাকাশ যেদিন মাথায় ঢুকে পড়ে
সেদিন ভীষন কষ্ট হয় প্রাত্যহিকতা পালন করতে।
ভেজা মাটি নিজেকে রোদে মেলে খুঁজছে সুখ,
এমন সময় জল যদি গড়াতে হয় উৎসুক
তেমন লাগে সেইসব দিনগুলোতে।
নিজের ইচ্ছেগুলোকে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করতে করতে
ক্লান্ত হয়ে উঠি,
অথচ আকাশ আমার চোখে বারবার গুঁজে দিচ্ছে
আগুন তারার মেলা
ঐদিকে বিষণ্নতা একমনে করে যাচ্ছে জলের খেলা;
এমন দ্বৈততায় জেরবার হতে হতে তোমার পানে
হাত বাড়াতেই-
কর্পূর উড়ে গেছে,
শূন্যতার রাষ্ট্র ছাড়া, কোথাও কেউ নেই।

(০৩.০৬.১১)

গোল্লায় যাক সমাজ ভাবনা

জানিস হরতাল সামনে রেখে দশটা গাড়ি পুড়লো ধিকিধিকি?
শুনেছিস যোগাযোগমন্ত্রী কিভাবে খাচ্ছে
পরিবহন মালিকদের হাতে ফাঁকি!

ভীষণ ঘটমান বর্তমান সচেতন বন্ধুর ফোন ইচ্ছে করে,
আলগোছে কানের কাছ থেকে একটু দূরে রাখি।
আমার বলতে ইচ্ছে করে, "তুই জানিস না ইসাবেলা,
আমিও এখন নির্বিরোধ নৈর্ব্যক্তিকতার একনিষ্ঠ সাক্ষী!"
বলি না।

সত্য জেনে চেপে যাওয়ার মতো মাহাত্ম্য
আর কোনকিছুতে নেই।
কতদিন, মাস, বছর আমি রাজনীতি সচেতন নই
আমার সামনে সীমিত কড়িতে চলার হিসাব,
আমি ন্যূজ, যেখানে সেখানে রাখা আসবাব
আমার উপর কথিত বাস্তবতার ধূলো জমে যায় প্রতিদিন,
আমি মুছিনা,
এমন কী এখন আর স্বীকারও করি না
কোথাও কোন ঋণ
এই যে খামারী জীবন টেনে নিয়ে যাচ্ছি এই যথেষ্ট
বরং আমাকে বাঁচাতে তুই হ' আরেকটু সচেষ্ট
গোল্লায় যাক্ সমাজ ভাবনা...
(০৭.০৬.১১)

বিশুদ্ধ জীবন

বিশুদ্ধ জীবনের অপর নাম কি?
নিজেকে যতবার প্রশ্ন করেছি উত্তর পেয়েছি 'ছক' এ চলা।
অমন একটেরে চলা কে কবে মানতে পারে!
অথচ চারিদিকে সেই প্রস্তুতি;
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মানে গোল্ডফিশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন -
অ্যাকুরিয়ামের সীমিত গন্ডিতে সব তর্জন গর্জন।
এফএম শুনতে শুনতে দাঁড়ি কামানো, ওড়না পিন্‌আপ,
লাঞ্চ বক্স ব্যাগে পুরে নামানো ঘরের ঝাঁপ;
তারপর দৌড়, ন'টা পঁয়তাল্লিশ বাজি রেখে কার্ড পাঞ্চ,
হাজিরা খাতায় সই-
নিজের মনকে চোখ ঠারা আদতে প্রত্যেকে"বাঁশী" কবিতার
কেরানী ছাড়া অন্য কেউ নই -
খুব ক্যাতা আমি অমুক, ভিজিটিং কার্ড, গলায় টাই
হিলের ঠকঠক, ঠোঁট পালিশ-
কেরানীগিরিটা কেড়ে নিলে বিছানায় শুইয়ে রাখা জীবন্মৃত
কোলবালিশ।
বিশুদ্ধ জীবনে তাই বরাবর ঢেলে দিয়েছি ছাই,
'ছক' এর চারপাশ ছেঁড়া, সুযোগ করে যখন তখন
খ্যামটা নেচে গাই।

(১৫.০৭.১১)

বারুদ ফিরিয়ে নাও

ছুটছে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে
তুমিও তাই,
আমারো বিশ্বাস করো একটুখানি ফুরসত নাই।
গণতন্ত্রের অভিলাষে বিদ্রোহের বারুদ
আদতে সাম্রাজ্যবাদের রাবণ সেজে অপরূপ
জড়াচ্ছে তোমায় আমায় জ্বালিয়ে ভোগের ধূপ।
আরব বসন্তের ধামাকা তাহরির স্কয়ার থেকে লিবিয়া
এখন চোখ নিবদ্ধ তোমার দিকে সিরিয়া
তারপর ইরান, আরো আরো দেশ
কারো অর্থনীতির হ্রস্ব স্বাস্থ্য করতে ভালো
যুদ্ধবাজ বেনিয়ারা চাপিয়ে দিচ্ছে
তোমার আমার কাঁধে ধ্বংস অনিঃশেষ!

হায় তেল, হায় জল, হায় খনিজসম্পদ!
জিভ্ ছড়িয়ে খুঁজছে তোমায়
লোভ আর ক্রোধ।

যদি আত্মজার মুখ দেখতে চাও অমলিন
যদি চাও আত্মঘাতী বোমা ছাড়া একটি দিন
যদি চাও সত্য সভ্যতা
তবে মানব তুমি বারুদ ফিরিয়ে নাও
এক আকাশের সামিয়ানা দিয়ে
সবাইকে ছেয়ে দাও।

(০৬.১২.১১)